শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা

(২০১২-২০২১)

জুলাই ২০১৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা

(২০১২-২০২১)

জুলাই ২০১৩

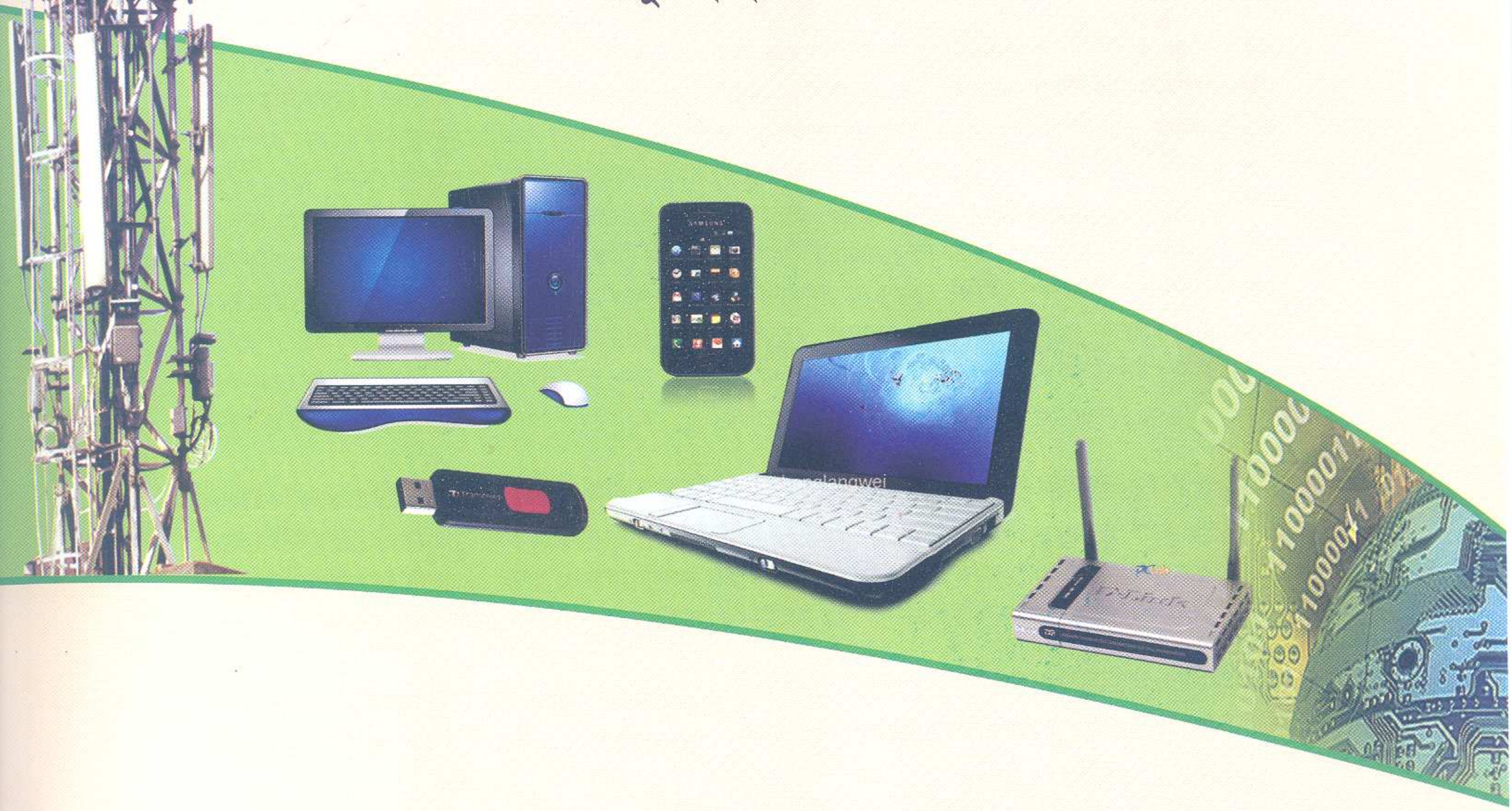

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

১.	প্রস্তাবনা	১
	১.১. যৌক্তিক ভিত্তি	১
	১.২. কাঠামো ও অনুসৃত নীতি	২
২.	পরিকল্পনার স্বত্বাধিকার, তদারকি ও রিভিউ	২
৩.	রূপকল্প	২
৪.	উদ্দেশ্য	২
৫.	বাস্তবায়ন কৌশল	৩
৬.	কর্মপরিকল্পনা	৩
	৬.ক. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	৪
	৬.খ. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	৭
	৬.গ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা	৯
	৬.ঘ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষা	১৫
	৬.ঙ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	১৭
	৬.চ. উচ্চ শিক্ষা	২১
	৬.ছ. শিক্ষা প্রশাসন	২৫
পরিশিষ্ট ১:	জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ও তার কার্যপরিধি	৩১
পরিশিষ্ট ২:	ওয়ার্কিং কমিটি ও কার্যপরিধি	৩২
পরিশিষ্ট ৩:	সাবকমিটি ও অন্যান্য	৩৩

Un
Educational, S
Cultural C

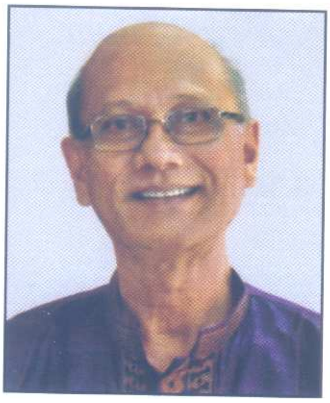

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্ত্রীতে দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার "রূপকল্প-২০২১" ঘোষণা করেছে। এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হতে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ বিভিন্নমুখী সেবা শিক্ষা পরিবারের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং সর্বোপরি একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনের লক্ষ্য শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু করা হয়েছে। মোবাইল এসএমএসসহ অনলাইনে পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পূণঃনিরীক্ষণ, ফর্ম ফিলআপ করা, রেজিস্ট্রেশন করা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, মন্ত্রণালয়-অধিদপ্তর-দপ্তরসমূহের চিঠিপত্র আদান প্রদান, নিয়োগ, ই-বুকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে গেছে। এতে কাজের গতি বেড়েছে, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা বেড়েছে, দুর্নীতি কমেছে। ২৩,৩০০ স্কুল-মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে। আগামী দিনে এর ব্যাপকতা সর্বস্তরে নিশ্চিত হবে বলে আশা করি।

প্রাথমিক হতে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনেস্কা, ঢাকা অফিসের সহায়তায় ICT in Education Master Plan প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A21 প্রোগ্রাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এতদসংশ্লিষ্ট সংস্থা ও অফিসসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ মাস্টার প্লান প্রণয়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

আমি শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রণীত মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি ও এটি প্রণয়নের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি)

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

শিক্ষা সচিবের শুভেচ্ছা বক্তব্য

বর্তমান সরকারের "রূপকল্প- ২০২১" গড়ার নিমিত্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনেস্কো, ঢাকা অফিসের সহায়তায় ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়। এ কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A21 প্রোগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করে।

আইসিটি ব্যবহার করে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, শিক্ষায় গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এই মাস্টার প্লান এর মূল লক্ষ্য।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সার্ভিস অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির কার্যকমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে যা তৃণমূল পর্যন্ত দৃশ্যমান।

ICT in Education Master Plan প্রণয়নের কাজে সম্পৃক্ত ইউনেস্কো, ঢাকা অফিসসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মাস্টার প্লানের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য অর্জনে সকলের কার্যকরী প্রয়াস কামনা করছি।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

অফিসার-ইন-চার্জ
ইউনেসকো, ঢাকা

মুখবন্ধ

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ সবার জন্য মানসম্পন্ন জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে **ভিশন-২০২১** ঘোষণা করেছে এবং তা অর্জন করার জন্য জাতীয় *আইসিটি নীতিমালা-২০০৯* প্রণয়ন করেছে। *আইসিটি নীতিমালা-২০০৯* প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যাতে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। একই সাথে এটা আরো চিহ্নিত করেছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার মানসম্পন্ন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে গতিময়তা সৃষ্টি করবে। এটা নিশ্চিত যে, সকল ধরন ও প্রকরণের শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে।

বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা ও কর্মশালার মাধ্যমে সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০১২-২০২১ সালের জন্য শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি মহাপরিকল্পনা-২০১২ প্রণয়ন করেছে। শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি মহাপরিকল্পনা-২০১২ প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সক্রিয় সহযোগী হতে পেরে এবং এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি।

আমরা আশা করছি, শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি মহাপরিকল্পনা-২০১২ দেশে শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা ও কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনের বিষয়ে বিরাজমান প্রযুক্তিগত বৈষম্য প্রশমনে সাহায্য করবে। আমরা আরো আশা করছি, শুধুমাত্র সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কথা চিন্তা না করে দেশের ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সকল দিক বিবেচনা করে দেশীয় বা স্থানীয় ভিত্তিতে লাগসই বা সর্বাধিক ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তি নির্বাচন করা হবে যাতে এর সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা যায়।

শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি মহাপরিকল্পনা-২০১২ প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব এবং সার্বিক দায়িত্ব পালন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি মহাপরিকল্পনা-২০১২ প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে তাঁদের অসাধারণ অবদানের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে আশা করছি যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি মহাপরিকল্পনা-২০১২ সফলভাবে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে সক্ষম হবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে সংযোজন ও পরিবর্ধন করে শিক্ষায় প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তাঁদের প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

কিচি ওয়াসু
অফিসার-ইন-চার্জ
ইউনেসকো, ঢাকা

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০২১)

১. প্রস্তাবনা

উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি'র বিবিধ সুবিধা গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়নেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক সুফল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে বাংলাদেশেও আইসিটি'র ব্যবহার শুরু হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ সালে প্রণীত জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালায় একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির ব্যবহার এবং আইসিটি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের জন্য বেশ কিছু করণীয় বিষয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ সেসব করণীয় বিষয়ের আলোকে কাজ করে যাচ্ছে। তবে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা সেবা প্রদান এবং শিক্ষায় অংশগ্রহণ সহজতর করার কাজে আইসিটি'র ব্যবহার এখনও সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রয়োজন আইসিটি'র ব্যয়সাশ্রয়ী ও ফলপ্রসূ ব্যবহার। তাহলে এর মাধ্যমে ডিজিটাল বৈষম্য কমিয়ে এনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ইউনেস্কোর সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০০৯ সালে শিক্ষায় আইসিটি'র ব্যবহার বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়।

কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি করে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম বৈঠকে চারটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। উক্ত সভায় ওয়ার্কিং কমিটি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার বিষয়ক জাতীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চারটি ওয়ার্কিং কমিটি তাদের কর্মপরিধি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনাক্রমে 'শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০২১)' প্রণয়ন করে। প্রণীত মহাপরিকল্পনা ২০ মার্চ ২০১২ তারিখে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি'র নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

১.১. যৌক্তিক ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে:

রাষ্ট্র

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সংবিধানের এই ধারা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কনভেনশনের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হয়। এই শিক্ষানীতির বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য *শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা (২০১২–২০২১)* প্রণীত হয়েছে।

শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের সমন্বিত প্রচেষ্টার জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এই পরিকল্পনা থেকে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে:

ক. সবার জন্য শিক্ষা: বাংলাদেশ সরকার *সবার জন্য শিক্ষা'র* লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং ২০১১ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয় অভিমুখী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষায় সুষম ও কার্যকরভাবে আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে *সবার জন্য শিক্ষা'*র বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন (বিশেষ করে শিক্ষায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় অভিমুখী করা এবং ঝরে পড়া রোধ) সহজ হবে।

খ. শিক্ষার মানোন্নয়ন: আইসিটি-ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ শিক্ষার সার্বিক [illegible] আইসিটি'র মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন সামগ্রীর উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, শিখন-শেখানো [illegible] শিক্ষা প্রশাসনকে গতিশীল করা, শিক্ষা বিষয়ক ই-সেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগ ইত্যাদি সার্বিক শিক্ষার [illegible]।

গ. দক্ষ জনশক্তি: একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দক্ষ জনশক্তি গঠন [illegible] শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন করা সম্ভব [illegible] দক্ষ জনশক্তি তৈরিও সম্ভব হবে।

ঘ. ডিজিটাল ডিভাইড/বৈষম্য দূরীকরণ: আইসিটি'র সুফল অনুধাবন করে অনেক, [illegible] শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার শুরু করেছে। কিন্তু দেশের সকল শিক্ষা [illegible] সুযোগ না থাকায় ডিজিটাল ডিভাইড বা বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের জাতীয় [illegible] দূর করতে সহায়ক হবে।

এসব বিবেচনা করে জাতীয়ভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে আইসিটি ব্যবহারের [illegible] তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

১.২. কাঠামো ও অনুসৃত নীতি

এই মহাপরিকল্পনায় রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় রূপকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। করণীয় বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী হিসেবে বিভক্ত না করে সরাসরি লক্ষ্য অর্জনের সর্বশেষ সময় উল্লেখ করা হয়েছে।

২. পরিকল্পনার স্বত্বাধিকার, তদারকি ও পর্যালোচনা

এই মহাপরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রণীত হয়েছে এবং সার্বিকভাবে এই পরিকল্পনার স্বত্বাধিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক করণীয়সমূহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উভয় মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর উভয় মন্ত্রণালয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।

প্রতি তিন বৎসর অন্তর এই মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন/পরিমার্জনের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ বিষয়ে উভয় মন্ত্রণালয় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩. রূপকল্প

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করে শিক্ষা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে একটি জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক সুষম সমাজ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, যেখানে সকল নাগরিক তার সামর্থ্য বিকাশে সমান সুযোগ পাবে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সৃজনশীল, দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

৪. উদ্দেশ্য

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহারের উদ্দেশ্য হবে:

১. শিখন-শেখানো পরিবেশের উন্নয়ন;
২. শিক্ষকদের আইসিটি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন;
৩. শিখন-শেখানো সামগ্রীর মানোন্নয়ন;
৪. যুগোপযোগী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
৫. শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
৬ শিক্ষা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া; এবং
৭. শিক্ষায় সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. বাস্তবায়ন কৌশল

এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হবে:

১. সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রমের সমন্বয়, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও রিসোর্স শেয়ারিঙ (resource sharing):

এই মহাপরিকল্পনায় মূলত সরকারি দপ্তরসমূহকে নিয়ে কাজের পরিকল্পনা করা হলেও এসব করণীয় বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে। তাই সংশ্লিষ্ট দুই মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগসমূহ সমন্বয় করবে এবং তাদের কর্ম পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহকে অর্ন্তভুক্ত করবে। সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের সংস্থাসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং রিসোর্স শেয়ারিঙের উদ্যোগও গ্রহণ করা হবে।

২. মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দের সংস্থান:

এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রতি অর্থবছরে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। নিয়মিত বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩. প্রতিটি কাজ বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ:

শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের উদ্যোগ সফল করার জন্য জনসম্পৃক্ততা অপরিহার্য। মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উভয় মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. আধুনিক, টেকসই ও ব্যয়সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার:

শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের জন্য সবসময় আধুনিক, যুগোপযোগী, ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ও ফ্রি সফটওয়্যারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫. প্রতিটি কাজে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধি:

শিক্ষায় আইসিটির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং সমাধানকে টেকসই করতে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। এই পরিকল্পনায় উল্লেখিত করণীয়সমূহ অবলম্বনে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তার ফলাফলের স্থায়িত্ব বিবেচনা করা হবে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। প্রযুক্তি বাছাই, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সর্ম্পকিত প্রয়োজনীয় সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে গড়ে তোলা হবে।

৬. অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন:

এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করণীয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। চলমান প্রকল্পের মধ্যে এখানে উল্লেখিত করণীয়সমূহের আত্মীকরণ ঘটবে এবং নূতন কোনো প্রকল্প প্রণয়নের সময় এসব করণীয় অবশ্যই যোগ করা হবে।

৭. প্রযুক্তির নিরাপদ ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলপ্রসূ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের (যেমন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসক) নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

৬. কর্মপরিকল্পনা

শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এবং চারটি ওয়ার্কিং কমিটি ও সাব-কমিটি'র সুপারিশমালার সমন্বয়ে এই মহাপরিকল্পনার বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

ক. সাবসেক্টর: পরিকল্পনা বিন্যস্ত করার জন্য মূলত কয়েকটি সাবসেক্টরকে বিবেচনা করা হয়েছে। সাবসেক্টরসমূহ হলো:

(১) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা
(খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
(গ) মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা
(ঘ) মাধ্যমিক স্তরের মাদরাসা শিক্ষা
(ঙ) মাধ্যমিক স্তরের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং
(চ) উচ্চ শিক্ষা।

এছাড়া শিক্ষা প্রশাসন ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশক্রমে শিক্ষা প্রশাসনে আইসিটি'র ব্যবহার সম্পর্কিত করণীয়সমূহ (সকল সাবসেক্টরের জন্য প্রযোজ্য) নির্ধারণ করা হয়েছে।

খ. উদ্দেশ্য: প্রতিটি সাবসেক্টরের কর্মপরিকল্পনায় ওই সাবসেক্টরের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু উদ্দেশ্য একাধিক সাবসেক্টরে একইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কিছু কেবল সেই সাবসেক্টরের জন্য প্রযোজ্য।

গ. করণীয়: প্রতিটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজসমূহকে করণীয় কলামে উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম এক বা একাধিক করণীয় বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ. দায়িত্ব: দায়িত্ব কলামে এক বা একাধিক সংস্থার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সংস্থা যৌথভাবে করণীয় বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করবে। করণীয় বাস্তবায়নে প্রধান দায়িত্বশীল সংস্থা সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে।

ঙ. সময়সীমা: প্রতিটি করণীয়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করণীয় সম্পন্ন করতে হবে। অনেকগুলি করণীয় ইতোমধ্যে চলমান এবং কিছু করণীয় একবার শুরু করার পর নিয়মিত চলতে থাকবে। সেক্ষেত্রে সময়সীমা কলামে উল্লেখিত সময় দ্বারা সংশ্লিষ্ট কাজ শুরু করার সময় বোঝাবে।

চ. প্রত্যাশিত ফল: পরিকল্পনায় প্রতিটি করণীয় বিষয়ের বিপরীতে প্রত্যাশিত ফল উল্লেখ করা হয়েছে। এসব করণীয় বিষয় নিয়ে প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রত্যাশিত ফল তদারকি ও পরিমাপের জন্য উপযুক্ত ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ব্যবহার করতে হবে।

মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত উদ্দেশ্য, করণীয়, দায়িত্ব, সময়সীমা ও প্রত্যাশিত ফল অর্জনের অগ্রগতি/মাত্রা নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। এ মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা করার সময় এসব পরিবর্তন,পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাবে।

৬.ক. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

রূপকল্প : প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বয়সোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করে একটি জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষিত সমাজ বিনির্মাণ।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।	১.১ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে আইসিটি বিষয় অর্ন্তভুক্তকরণ।	MoPME, DPE, NCTB	২০১৩	প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ধারণা পাবে।
	১.২ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে আইসিটি বিষয় অর্ন্তভুক্তকরণ।	MoPME, DPE, NCTB	২০১৩	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে।
	১.৩ শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি তিন বছর অন্তর আইসিটি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন/ হালনাগাদকরণ।	MoPME, DPE, NCTB	২০১৩	শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও সময়োপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ হয় উঠবে।
	১.৪ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বই (সহজ বাংলা ভাষায়) সরবরাহ করা।	MoPME, DPE, NCTB	২০১২	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে।
	১.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে আইসিটি প্রশিক্ষণ সনদ/ডিপ্লোমা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হবে।	MoPME, DPE	২০১২	আইসিটি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হবে। শ্রেণীকক্ষে আইসিটি শিক্ষা আরো ফলপ্রসূ হবে।
২: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।	২.১ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে আইসিটি সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো (যেমন বেসিক কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া,	MoPME, DPE, NAPE, NCTB	২০১২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে;

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	ইন্টারনেট, প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার, ইত্যাদির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি) অর্ন্তভুক্ত করা।			শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহারে সক্ষম হবেন।
	২.২ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আইসিটি সমন্বয় এবং শ্রেণীভিত্তিক সকল বিষয়ে শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা।	MoPME, DPE, NAPE	২০১৩	আইসিটি ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হবে।
	২.৩ প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার ও আইসিটি ব্যবহার করে শিখন সামগ্রী তৈরি বিষয়ে চাকুরিকালীন মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	MoPME, DPE, NAPE, NCTB, A2I	চলমান	শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে।
	২.৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা।	MoPME, DPE, BoU, NAPE	২০১৩	শিক্ষকগণ সহজে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রম পরিচালনায় আরো দক্ষ হয়ে উঠবেন।
	২.৫ শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অনলাইন কোর্স কনটেন্ট/মডিউল উন্নয়ন করা।	MoPME, DPE, BoU, NAPE	২০১৩	অনলাইন শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য হবে।
	২.৬ শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনলাইন কোর্সের পরীক্ষা আয়োজন, স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করা।	MoPME, DPE, BoU, NAPE	২০১৩	অনলাইন প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখা যাবে। স্বীকৃত অনলাইন কোর্স শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক হবে।
	২.৭ কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও আইসিটি উপকরণ ক্রয়ের জন্য শিক্ষকদের সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণ/অনুদান প্রদান করা।	MoPME, MoF, MoICT, DPE	চলমান	শিক্ষকগণ আইসিটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবেন। অসচ্ছল শিক্ষকদের মাঝে কম্পিউটার ব্যবহারের মাত্রা বাড়বে।
৩: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো সামগ্রীর উন্নয়ন।	৩.১ শিক্ষক, শিখনসামগ্রী-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ দিয়ে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক ইন্টার‍্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া শিখন সামগ্রী (স্বশিখন, সহায়ক	MoPME, DPE, NCTB, NAPE	২০১৩	গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ সহজতর হবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	উপকরণসহ) উন্নয়ন করা।			শিখন পদ্ধতি আধুনিক ও অধিক ফলপ্রসূ হবে।
	৩.২ শিক্ষক, শিখনসামগ্রী-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ দিয়ে বিষয়ভিত্তিক মডেল শ্রেণী কার্যক্রমের অডিও ও ভিডিও তৈরি ও বিতরণ করা।	MoPME, BOU, DPE, NCTB, NAPE	২০১৪	গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ সহজতর হবে।
	৩.৩ আইসিটি-ভিত্তিক গুণগত মানসম্মত শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরির জন্য স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান।	MoPME, DPE, NAPE	চলমান	শিক্ষক এবং আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরিতে আগ্রহী হবেন।
	৩.৪ সকল পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক শিখনসামগ্রী ও ডিজিটাল কনটেন্ট জাতীয় শিক্ষা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা।	MoPME, DPE, NCTB, A২I	২০১২	সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজে শিখন-শেখানো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে।
৪: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ তৈরি।	৪.১ শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সকল প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা।	MoPME, MoICT, DPE	২০১২	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইসিটি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা সম্ভব হবে।
	৪.২ প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা।	MoPME, MoICT, DPE, BTCL	২০১২	শিক্ষকগণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।
	৪.৩ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে আইসিটি সংক্রান্ত দেশী-বিদেশী বই, সাময়িকী, র্জাণালসমৃদ্ধ আইসিটি লাইব্রেরি স্থাপন করা।	MoPME, MoICT, DPE	২০১৩	পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শিখন-সামগ্রী শিক্ষকদের জন্য সহজলভ্য হবে।
	৪.৪ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (একটি ল্যাপটপ, একটি মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর/এলসিডি স্ক্রিন, ইন্টারনেট সংযোগ) স্থাপন করা। বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা করা।	MoPME, MoICT, DPE	২০১৫	আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উন্নয়ন ঘটবে।
	৪.৫ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্লাসরুমকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে রূপান্তর করা।	MoPME, MoICT, DPE	২০১৮	শিক্ষার্থীদের আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	৪.৬ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সংযোগসহ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা।	MoPME, MoICT, DPE	২০১৮	শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসমৃদ্ধ হবে।
	৪.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি যন্ত্রপাতি যোগান, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা/ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটি/কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা।	MoPME, MoICT, DPE	২০১২	বিদ্যালয়ের আইসিটি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে।
	৪.৮ টেলিভিশনে প্রচারের জন্য মানসম্মত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তৈরি করা।	MoPME, MoI, BoU, DPE, NCTB	২০১৩	টেলিভিশনে প্রচারের জন্য মানসম্মত অনুষ্ঠান প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে; টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষক/ শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।

৬.খ. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

লক্ষ্য : জ্ঞানভিত্তিক একটি নীতিনিষ্ঠ ও সমতুল সমাজ বিনির্মাণে সকল নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ; যেখানে সকল নাগরিক তার নিজস্ব সামর্থ্য বিকাশে শিক্ষার সমান সুযোগ পায়, তার পরিবার ও সম্প্রদায়ের ফলপ্রসূ সদস্য হয়ে উঠতে পারে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একজন সৃজনশীল ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে।

আইসিটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষা উপকরণ উন্নত করা ,শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এবং আইসিটির মাধ্যমে মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।	১.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায়, বিশেষ করে অব্যাহত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষায়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করার জন্য শিক্ষাক্রমে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং আইসিটি-ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা।	MoPME, BNFE, CAMPE	২০১৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখতে পারবে।
	১.২ বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কোর্সসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো যাতে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতেও	MoPME, BNFE	২০১৩	অন্যান্য দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতেও দক্ষ হবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	দক্ষ হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যবহার ঘটিয়ে উপকৃত হতে পারে।			
	১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর স্বতন্ত্র ট্রেড-কোর্স উন্নয়ন করা।	MoPME, BNFE	২০১২	শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ হবে।
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়া।	২.১ প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়নে UISC-এর সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (একটি টিভি, রেডিও এবং ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর/এলসিডি স্ক্রিন) সমৃদ্ধ স্থায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।	MoPME, BNFE, LGERD	২০১৫	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটবে; ইউনিয়ন পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের আইসিটি উপকরণের মাধ্যমে এলাকাবাসী সহজে নূতন বিষয় জানতে পারবে।
	২.২ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি গ্রামে UISC এর সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (একটি টিভি, রেডিও এবং ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার/ ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া/এলসিডি স্ক্রিন) সমৃদ্ধ স্থায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।	MoPME, BNFE, LGRD	২০১৮	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটবে; গ্রাম পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের আইসিটি উপকরণের মাধ্যমে এলাকাবাসী সহজে নূতন বিষয় জানতে পারবে।
	২.৩ বেতার ও টেলিভিশনে বয়স্ক শিক্ষা ও অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে আর্কষণীয় অনুষ্ঠান প্রচার করা।	MoPME, MoI, BNFE	২০১২	বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়স্করা জ্ঞান লাভ করতে পারবে; দক্ষ জনশক্তি গঠনে ভূমিকা রাখবে।
	২.৪ বয়স্ক শিক্ষার জন্য রেডিও ও টেলিভিশনে ইন্টার্যাকটিভ অনুষ্ঠান প্রচার করা	MoPME, BNFE	২০১৩	বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটবে; কার্যকর অনুষ্ঠান তৈরিতে সহায়তা করবে।
	২.৫ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ইন্টার্যাকটিভ অনুষ্ঠানের ফলাফল পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা।	MoPME, BNFE	২০১৩	দূরশিক্ষণের ফলাফল যাচাই করা যাবে; কার্যকর অনুষ্ঠান তৈরিতে সহায়তা করবে।
	২.৬ বেতার ও টেলিভিশনের জন্য বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক মানসম্মত অনুষ্ঠান তৈরিতে উৎসাহিত করার জন্য সম্ভাব্য	MoPME, BNFE	২০১২	বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য মানসম্মত অনুষ্ঠান তৈরিতে অনেকে আগ্রহী হবে; ভালমানের

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	নির্মাতাদের ওরিয়েন্টেশন ও প্রণোদনা প্রদান করা।			অনুষ্ঠান পাওয়া যাবে।
	২.৭ সকল দরিদ্র, দূরবর্তী এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য মাল্টিমিডিয়া যন্ত্রাদি ব্যবহার করে শিশু বিকাশ কর্মসূচি (ECDP) চালু করা।	MoPME, MoWCA, BSA, BNFE, CAMPE	২০১৬	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ সাধন এবং তাদেরকে স্কুলে যাওয়ার উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে।
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন।	৩.১ শিক্ষক, শিখনসামগ্রী-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বিষয়ভিত্তিক ইন্টার‍্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া শিখন সামগ্রী (স্বশিখন, সহায়ক উপকরণসহ) উন্নয়ন করা।	MoPME, BNFE	২০১২	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য উন্নতমানের আইসিটিভিত্তিক শিখন সামগ্রী পাওয়া যাবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজে শিখতে সক্ষম হবে।
	৩.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক/সহায়কদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	MoPME, BNFE, CAMPE	২০১৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক/ সহায়কগণ সহজে প্রশিক্ষিত হতে পারবেন।
	৩.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য আইসিটি-ভিত্তিক গুণগত মানসম্মত শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরির জন্য স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান করা।	MoPME, BNFE	২০১২	সংশ্লিষ্টরা শিখন সামগ্রী উন্নয়নে আগ্রহী হবেন; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শিখন সামগ্রী সহজলভ্য হবে।
	৩.৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক ডিজিটাল কনটেন্ট জাতীয় শিক্ষা পোর্টালে অর্ন্তভুক্ত করা।	MoPME, BNFE, MoE	২০১২	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িত সবাই সহজে শিখন-শেখানো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে।

৬.গ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা

লক্ষ্য : আইসিটি সহায়ক শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের একুশ শতকের উপযোগী জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।

আইসিটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মানোন্নয়ন।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
১: মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের (সাধারণ শিক্ষা) শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।	১.১ শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি তিন বছর অন্তর আইসিটি বিষয়ক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ।	MoE, DSHE, NCTB	২০১৩	শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও সময়োপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ হবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	১.২ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বই (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়) সরবরাহ করা।	MoE, DSHE, NCTB	২০১২	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে।
	১.৩ আইসিটি শিক্ষা প্রদানের জন্য আইটি গ্রাজুয়েট অথবা কমপক্ষে আইটিতে ডিপ্লোমাধারী আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।	MoE, DSHE	২০১৬	আইসিটি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হবে। শ্রেণীকক্ষে আইসিটি শিক্ষা আরো ফলপ্রসূ হবে।
২: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।	২.১ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে আইসিটি সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করা (যেমন, বেসিক কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট, প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার, ইত্যাদির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি)।	MoE, DSHE, BCC, NU	২০১২	শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে; শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহারে সক্ষম হবে।
	২.২ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শ্রেণী কক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আইসিটি সমন্বয় এবং শ্রেণীভিত্তিক সকল বিষয়ে শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক (কমপক্ষে ১০০০ জন) মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা।	MoE, DSHE, BCC	২০১৩	আইসিটি-নির্ভর শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হবে।
	২.৩ মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষককে (আনুমানিক ৩ লক্ষ) আইসিটি বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার ও আইসিটি ব্যবহার করে শিখন সামগ্রী তৈরি বিষয়ে চাকুরিপূর্ব ও চাকুরিকালীন মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	MoE, DSHE, BCC	২০১৬	শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	২.৪ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা।	MoE, DSHE, BoU, BCC	২০১২	শিক্ষকগণ সহজে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রম পরিচালনায় আরো দক্ষ হয়ে উঠবেন।
	২.৫ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও যেকোনো শিখনের জন্য অনলাইন কোর্সের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা।	MoE, DSHE, TTC, BoU, NU, BCC	২০১৩	শিক্ষকগণ সহজে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন।
	২.৬ শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অনলাইন কোর্স কনটেন্ট/মডিউল উন্নয়ন করা।	MoE, DSHE, TTC, BoU, NU, BCC	২০১৩	অনলাইন শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য হবে।
	২.৭ শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনলাইন কোর্সের পরীক্ষা আয়োজন, স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করা।	MoE, DSHE, TTC, BoU, NU, BCC	২০১৩	অনলাইন প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখা যাবে। স্বীকৃত অনলাইন কোর্স শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক হবে।
	২.৮ কম্পিউটার/ ল্যাপটপ ও আইসিটি উপকরণ কেনার জন্য শিক্ষকদের সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণ/অনুদান প্রদান করা।	MoE, MoF, MoICT, DSHE	২০১৩	শিক্ষকরা আইসিটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবেন। অসচ্ছল শিক্ষকদের মাঝে কম্পিউটার ব্যবহারের মাত্রা বাড়বে।
৩: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো সামগ্রীর উন্নয়ন।	৩.১ শিক্ষক, শিখনসামগ্রী-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ দিয়ে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া শিখন সামগ্রী (স্বশিখন, সহায়ক উপকরণসহ) উন্নয়ন করা।	MoE, BoU, DSHE, NCTB, BCC	২০১৩	গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ সহজতর হবে। শিখন পদ্ধতি আধুনিক ও অধিক ফলপ্রসূ হবে।
	৩.২ শিক্ষক, শিখনসামগ্রী-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ দিয়ে বিষয়ভিত্তিক মডেল শ্রেণী কার্যক্রমের ভিডিও তৈরি ও বিতরণ করা।	MoE, BoU, DSHE, NCTB, BCC	২০১৩	গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ সহজতর হবে।
	৩.৩ আইসিটি-ভিত্তিক গুণগত মানসম্মত শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরির জন্য স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান।	MoE, DSHE, BCC	২০১২	শিক্ষকগণ শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরিতে আগ্রহী হবেন।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	৩.৪ পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন সহায়ক শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।	MoE, MoSW, DSHE, NCTB, BCC	২০১৪	পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা বিকল্প শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখতে পারবে।
	৩.৫ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়ক উপকরণ (যেমন টেক্সট টু স্পিচ, স্ক্রিন রিডার, ইত্যাদি) তৈরি করা।	MoE, MoSW, DSHE, NCTB, BCC	২০১৪	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখন সহজতর হবে।
	৩.৬ সকল পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক ডিজিটাল কনটেন্ট জাতীয় শিক্ষা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা।	MoE, DSHE, NCTB	২০১৪	সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজে শিখন-শেখানো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে।
৪: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ তৈরি।	৪.১ শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা।	MoE, MoICT, NU, DSHE	২০১৩	আইসিটি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা সম্ভব হবে।
	৪.২ প্রতিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা।	MoE, MoICT, NU, DSHE	২০১৩	শিক্ষকরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করে পেশাগতভাবে সমৃদ্ধ হবে
	৪.৩ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে আইসিটি সংক্রান্ত দেশী-বিদেশী বই, সাময়িকী, জার্নালসমৃদ্ধ আইসিটি লাইব্রেরি স্থাপন করা।	MoE, MoICT, NU, DSHE	২০১৩	পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় শিখন-সামগ্রী শিক্ষকদের জন্য সহজলভ্য হবে।
	৪.৪ একটি ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি স্থাপন, সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাথে আন্ত:সংযোগ স্থাপন এবং বহির্বিশ্বের গবেষণা নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।	MoE, MoICT, NU, DSHE	২০১৩	শিক্ষকদের উন্নত বিশ্বের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার সাথে পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে।
	৪.৫ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।	MoE, MoICT, NU, DSHE	২০১৩	শিক্ষক প্রশিক্ষণে একই মান বজায় রাখা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	৪.৬ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (একটি ল্যাপটপ, একটি মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ) স্থাপন করা। বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা করা।	MoE, MoICT, DSHE	২০১৩	আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উন্নয়ন ঘটবে।
	৪.৭ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ক্লাসরুমকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে রূপান্তর করা।	MoE, MoICT, DSHE	২০১৬	শিক্ষার্থীদের আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
	৪.৮ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্তসংখ্যক কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সংযোগসহ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা।	MoE, MoICT, DSHE	২০১৬	শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসমৃদ্ধ হবে।
	৪.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) এর অন্তর্ভুক্ত করা।	MoE, MoPME, DSHE, UGC	২০১৫	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীরা নিরাপদে ও সহজে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপকরণ আদান-প্রদান করতে পারবেন।
	৪.১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি যন্ত্রপাতি যোগান, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা/পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটি/কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা।	MoE, DSHE, BCC	২০১২	বিদ্যালয়ের আইসিটি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে।
	৪.১১ সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা।	MoE, MoI, BoU, DSHE	২০১২	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞান অর্জন সহজ হবে।
	৪.১২ টেলিভিশনে প্রচারের জন্য মানসম্মত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তৈরি করা।	MoE, MoI, BoU, DSHE	২০১২	টেলিভিশনে প্রচারের জন্য মানসম্মত অনুষ্ঠান প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	৪.১৩ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য সরকারের সহায়তায় টেলিভিশন চ্যানেল চালু করা।	MoE, MoI, BoU, DSHE	২০২০	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞান র্অজন সহজ হবে।
	৪.১৪ সকল শিক্ষা উপকরণ বিনিময়ের জন্য জাতীয় শিক্ষা প্োর্টাল তৈরি ও তাতে সকল শিখন-শেখানো সামগ্রী যোগ করা।	MoE, BISE, DSHE, BCC, NCTB	২০১২	সকল শিখন-শেখানো উপকরণ সহজলভ্য হবে। বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা আদান-প্রদান সহজতর হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সহজে পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শেখানো উপকরণ ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে পারবে।
	৪.১৫ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়) বই সরবরাহ করা।	MoE, DSHE	২০১২	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞার্নাজনে সক্ষম হবে।
	৪.১৬ প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি মডেল স্কুলকে ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা (যেখানে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শির্ক্ষাথীরা আইসিটি সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে)।	MoE, MoICT, DSHE	২০১৪	সহজে ব্যবহারযোগ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার তথ্য জানা যাবে; মনিটরিং সহজ হবে । শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের ধারণা পাবে
	৪.১৭ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ আইসিটি ইন এডুকেশন রিসার্চ সেন্টার (BIERC) প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান BANBEIS-এর অবকাঠামো কাজে লাগিয়ে BIERC-এর কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।	MoE	২০১৩	শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হবে। শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হবে। শিক্ষায় কার্যকরভাবে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

৬.ঘ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষা

লক্ষ্য: আইসিটি সহায়ক শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরি করে মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা এবং ইসলামী শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতাসমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

আইসিটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মানোন্নয়ন।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
১. মাদ্রাসা শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।	১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী দক্ষতা প্রদানের জন্য প্রতি তিন বছর অন্তর মাদ্রাসা শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কিত শিক্ষাক্রম/পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক হালনাগাদকরণ।	MoE, BMEB, NCTB	২০১২	শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রযুক্তিতে দক্ষ হবে।
	১.২ আইসিটি শিক্ষা প্রদানের জন্য আইটি গ্রাজুয়েট অথবা কমপক্ষে আইটিতে ডিপ্লোমাধারী আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।	MoE, DSHE, BMEB	২০১৬	আইসিটি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হবে। শ্রেণীকক্ষে আইসিটি শিক্ষা আরো ফলপ্রসূ হবে।
২: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।	২.১ শিক্ষকদের মৌলিক আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে আইসিটি সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা (যেমন বেসিক কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট, প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার, ইত্যাদির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা)।	MoE, BMEB, BMTTI, NU	২০১২	শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহারে সক্ষম হবে।
	২.২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আইসিটি সমন্বয় এবং শ্রেণীভিত্তিক সকল বিষয়ে শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক (কমপক্ষে ৪০০ জন) মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা।	MoE, BMEB, BMTTI, TTC	২০১২	আইসিটি-নির্ভর শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হবে।
	২.৩ মাধ্যমিক স্তরের সকল মাদ্রাসা শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার ও আইসিটি ব্যবহার করে শিখন সামগ্রী তৈরি বিষয়ে চাকুরিপূর্ব ও চাকুরিকালীন মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। [নূতন করে BMTTI প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত TTC, HSTTI, NAEM, BANBEIS-এ এসব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।]	MoE, DSHE, BMTTI, TTC, HSTTI, NAEM, BANBEIS	২০১৫	শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	২.৪ মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য আইসিটি ব্যবহার করে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা।	MoE, BoU, DSHE, BMTTI, BMEB, NU	২০১৩	দূরশিক্ষণের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষকগণ প্রশিক্ষিত হতে পারবেন। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়বে।
	২.৫ কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও আইসিটি উপকরণ কেনার জন্য শিক্ষকদের সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণ/অনুদান প্রদান করা।	MoE, MoF, MoICT, DSHE	২০১৩	শিক্ষকরা আইসিটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবেন।
৩: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো সামগ্রীর উন্নয়ন।	৩.১ শিক্ষক, শিখনসামগ্রী-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ দিয়ে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া শিখন সামগ্রী (স্বশিখন, সহায়ক উপকরণসহ) উন্নয়ন করা।	MoE, BMEB, BMTTI, NCTB, BOU	২০১৩	গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ পাওয়া যাবে।
	৩.২ শিক্ষক, শিখনসামগ্রী-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ দিয়ে বিষয়ভিত্তিক মডেল শ্রেণী কার্যক্রমের ভিডিও তৈরি ও বিতরণ করা।	MoE, BMEB, BMTTI, NCTB, BOU	২০১৩	গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ পাওয়া যাবে।
	৩.৩ আইসিটি-ভিত্তিক গুণগত মানসম্মত শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরির জন্য স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান।	MoE, BMEB, DSHE	২০১২	শিক্ষকগণ শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরিতে আগ্রহী হবেন।
	৩.৪ পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন সহায়ক শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।	MoE, BMEB, BMTTI, NCTB	২০১৪	পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা বিকল্প শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখতে পারবে।
	৩.৫ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়ক প্রযুক্তি ও উপকরণ (যেমন টেক্সট টু স্পিচ, স্ক্রিন রিডার, ইত্যাদি) তৈরি করা।	MoE, BMEB, BMTTI, NCTB	২০১৪	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বিকল্প উপায়ে শিখতে পারবে।
	৩.৬ শিক্ষার্থীদের জন্য স্বশিখন সহায়ক উপকরণ তৈরি করা।	MoE, BMEB, BMTTI, NCTB	২০১৪	শিক্ষার্থীরা স্বশিখনে আগ্রহী হবে; শিক্ষক-নির্ভরতা হ্রাস পাবে।
	৩.৭ সকল পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক ডিজিটাল কনটেন্ট জাতীয় শিক্ষা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা।	MoE, BMEB, BMTTI, NCTB	২০১৪	সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজে শিখন-শেখানো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
৪: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ তৈরি।	৪.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই)-এ আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।	MoE, DSHE, BMTTI	২০১৩	মাদ্রাসাসমূহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আইসিটি ব্যবহারে দক্ষ হবে।
	৪.২ পর্যায়ক্রমে সকল মাদ্রাসায় কমপক্ষে ২০টি ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার সমন্বয়ে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।	MoE, DSHE	২০১৬	মাদ্রাসাসমূহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।
	৪.৩ শ্রেণী কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি মাদ্রাসায় একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (একটি ল্যাপটপ, একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ) স্থাপন করা। মাদ্রাসায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা করা।	MoE, DSHE	২০১৩	শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।
	৪.৪ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি ক্লাসরুমকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে রূপান্তর করা।	MoE, DSHE	২০১৬	শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।
	৪.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি যন্ত্রপাতি যোগান, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা/পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটি/কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা।	MoE, DSHE	২০১২	মাদ্রাসার আইসিটি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে।

৬.ঙ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

লক্ষ্য: শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।

আইসিটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষ, ওয়ার্কশপ ও ল্যাবরেটরিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মানোন্নয়ন।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
১: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সহায়তা প্রদান।	১.১ বিশ্ববাজারে (আউটসোর্সিং ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) চাহিদা মোতাবেক শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে যুগোপযোগী দক্ষতা প্রদানের জন্য প্রতি তিন-পাঁচ বছর অন্তর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষাক্রম/পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই হালনাগাদকরণ।	MoE, DTE, BTEB, NCTB	২০১৩ থেকে ক্রমশঃ	শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও সময়োপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে উঠবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
২: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।	২.১ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে মৌলিক আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা (যেমন বেসিক কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট, প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার, ইত্যাদির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা)।	MoE, DTE, BTEB, NCTB	২০১২	শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
	২.২ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আইসিটি সমন্বয় এবং শ্রেণীভিত্তিক সকল বিষয়ে শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক (কমপক্ষে ১০০ জন) মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা।	MoE, DTE, BTEB, NCTB	২০১৩	আইসিটি-নির্ভর শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হবে।
	২.৩ সকল শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার ও আইসিটি ব্যবহার করে শিখন সামগ্রী তৈরি বিষয়ে চাকুরিপূর্ব ও চাকুরিকালীন মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	MoE, DTE	২০১৫	আইসিটিতে দক্ষ শিক্ষক শ্রেণী কার্যক্রমে আইসিটি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।
	২.৪ কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও আইসিটি উপকরণ ক্রয়ের জন্য শিক্ষকদের সুদমুক্ত ঋণ/অনুদান প্রদান করা।	MoE, DTE, MoICT, MoF	২০১২	শিক্ষকরা আইসিটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবেন।
৩: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো সামগ্রীর উন্নয়ন।	৩.১ শিক্ষক ও শিখনসামগ্রী বিশেষজ্ঞ দিয়ে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া শিখন সামগ্রী (স্বশিখন, সহায়ক উপকরণসহ) উন্নয়ন করা।	MoE, DTE, BTEB, BOU	২০১৩	গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ পাওয়া যাবে।
	৩.২ শিক্ষক ও শিখনসামগ্রী বিশেষজ্ঞ দিয়ে বিষয়ভিত্তিক মডেল শ্রেণী কার্যক্রমের ভিডিও তৈরি করা।	MoE, DTE, BTEB, BOU	২০১৩	গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ পাওয়া যাবে।
	৩.৩ আইসিটি ব্যবহার করে মানসম্মত শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরির জন্য স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান করা।	MoE, DTE, BTEB	২০১২	শিক্ষক/ শিক্ষার্থী/ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরিতে আগ্রহী হবে।
	৩.৪ পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন সহায়ক শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।	MoE, DTE, BTEB, BOU	২০১৩	পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা বিকল্প শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখতে পারবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	৩.৫ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়ক প্রযুক্তি ও উপকরণ (যেমন টেক্সট টু স্পিচ, স্ক্রিন রিডার, ইত্যাদি) তৈরি করা।	MoE, DTE, BTEB, BOU	২০১৪	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখন সহজতর হবে।
	৩.৬ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক ডিজিটাল কনটেন্ট জাতীয় শিক্ষা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা।	MoE, DTE, BTEB, NCTB	২০১৪	সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি সহজে শিখন-শেখানো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে।
৪: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ তৈরি।	৪.১ আইসিটি শিক্ষার জন্য প্রতিটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)-তে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।	MoE, DTE	২০১৩	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আইসিটি ব্যবহারে দক্ষ হবে।
	৪.২ আইসিটি শিক্ষার জন্য প্রতিটি ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিটিআই)-তে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।	MoE, DTE	২০১৩	আইসিটি ব্যবহার করে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে আরো ফলপ্রসূ করা যাবে। শিক্ষকরা আইসিটি ব্যবহারে দক্ষ হবে।
	৪.৩ আইসিটি শিক্ষার জন্য প্রতিটি টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (TTTC)-এ আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।	MoE, DTE	২০১২	আইসিটি ব্যবহার করে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে আরো ফলপ্রসূ করা যাবে। শিক্ষকরা আইসিটি ব্যবহারে দক্ষ হবে।
	৪.৫ আইসিটি শিক্ষার জন্য প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।	MoE, DTE	২০১২	শিক্ষার্থীরা আইসিটি ব্যবহারে দক্ষ হবে।
	৪.৬ আইসিটি শিক্ষার জন্য প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।	MoE, DTE	২০১৩	শিক্ষার্থীরা আইসিটি ব্যবহারে দক্ষ হবে।
	৪.৭ প্রতিটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)-এর প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ ও ল্যাবকে মাল্টিমিডিয়াসমৃদ্ধ (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ) করা।	MoE, DTE	২০১২	শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।
	৪.৮ প্রতিটি ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিটিআই)-এর প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ ও ল্যাবকে মাল্টিমিডিয়াসমৃদ্ধ (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ) করা।	MoE, DTE	২০১২	শিক্ষক প্রশিক্ষণে আইসিটি ব্যবহার করা যাবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	৪.৯ প্রতিটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিটিসি)-এর প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ ও ল্যাবকে মাল্টিমিডিয়াসমৃদ্ধ (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ) করা।	MoE, DTE	২০১২	শিক্ষক প্রশিক্ষণে আইসিটি ব্যবহার করা যাবে।
	৪.১০ প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ ও ল্যাবকে মাল্টিমিডিয়াসমৃদ্ধ (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ) করা।	MoE, DTE	২০১২	শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।
	৪.১১ প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ ও ল্যাবকে মাল্টিমিডিয়াসমৃদ্ধ (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ) করা।	MoE, DTE	২০১৩	শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বেশি করে আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।
	৪.১২ প্রতিটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরির অনলাইন ক্যাটালগ তৈরি ও অনলাইন সেবা (সার্চিং, রিকুইজিশন, ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা।	MoE, DTE	২০১৫	লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা দক্ষ হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সহজে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে।
	৪.১৩ প্রতিটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ বই ও সাময়িকী ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করা।	MoE, DTE	২০১৫	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সহজে লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।
	৪.১৪ যেকোনো নূতন প্রকাশনা ডিজিট্যাল ফরম্যাটে প্রকাশ করা এবং প্রতিটি প্রকাশনাকে ডিজিটাল লাইব্রেরিতে অন্তর্ভুক্ত ও সংরক্ষণ করা।	MoE, DTE	২০২০	লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা দক্ষ হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সহজে লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।
	৪.১৫ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পাশ করা শিক্ষার্থীদের চাকরি সংক্রান্ত সহায়তার জন্য প্লেসমেন্ট সেল গঠন এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা।	MoE, DTE, BTEB	২০১৩	শিক্ষার্থীদের দ্রুত কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। নিয়োগকর্তারা দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ দিতে পারবে।
	৪.১৬ দেশী ও বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি জনবলের চাহিদা নিরূপণ ও MIS প্রতিষ্ঠা করা।	MoE, DTE, BTEB	২০১৫	নিরূপিত চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
	৪.১৭ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ ও বিনিময় ব্যবস্থা (EMIS) উন্নয়ন করা।	MoE, DTE	২০১৩	শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। জনগণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে।

৬.চ. উচ্চ শিক্ষা

লক্ষ্য : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সহায়ক শিখন পরিবেশ তৈরি করে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগী একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
১. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা।	১.১ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করণীয়: ক) প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া সুবিধা প্রদান করা। খ) প্রতিটি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার প্রদান। গ) ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার, অন্যান্য আইসিটি উপকরণ এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা। ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ে "রিমোট ল্যাব" ব্যবহারের সুবিধা গড়ে তোলা। ঙ) প্রয়োজনে প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা। চ) শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইন্টারনেট ব্রাউজিং সেন্টার স্থাপন করা। ছ) সকল শিক্ষককে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার প্রদান করা। জ) প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী আইসিটি সার্পোট সেল/হেল্প ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করা। আইসিটি উপকরণাদি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ জনবল নিযুক্ত করা। ঝ) সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হবে। আইসিটি'র মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ সহজ হবে।
	১.২ প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা। **১ম পর্যায়** ক) প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	MoE, UGC	২০১৫	লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বই, সাময়িকী প্রাপ্তি সহজীকরণ, জ্ঞান

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	কেন্দ্রীয় এবং প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় লাইব্রেরির অনলাইন ক্যাটালগ তৈরি করা। খ) প্রতিটি ক্যাটালগ উন্মুক্ত স্ট্যান্ডার্ড (যেমন MARC) ব্যবহার করে তৈরি করা যাতে সেই ক্যাটালগ বিনিময়যোগ্য করা যায়। গ) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিসমূহে অনলাইন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ডিজিটাল লাইব্রেরি-এর সাথে সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীসমূহের সংযোগ স্থাপন করা। **২য় পর্যায়** (ক) প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় লাইব্রেরির বই ও সাময়িকী ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করা। (খ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোন প্রকাশনার একই সাথে মুদ্রিত ও ডিজিটাল সংস্করণ প্রকাশ করা। (গ) প্রতিটি ডিজিটাল প্রকাশনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল লাইব্রেরিতে অর্ন্তভুক্ত ও সংরক্ষণ করা।			আহরণের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি এবং জ্ঞানচর্চায় অনুপ্রেরণা যোগানো।
	১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-নির্ভর দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা: ক) দেশব্যাপী বাউবি'র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে স্থাপিত সকল আঞ্চলিক অফিসসমূহের সাথে মূল ক্যাম্পাসের নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি স্থাপন করা। খ) বাউবি'র শিক্ষা প্রোগ্রাম সম্প্রচারের জন্য পৃথক রেডিও ও টিভি চ্যানেল-এর ব্যবস্থা করা। গ) পাঠদানের লক্ষ্যে ইনটার‍্যাকটিভ ভারচুয়্যাল ক্লাশরুম স্থাপন করা এবং ওয়েবভিত্তিক লেকচার প্রেজেন্টেশন-এর ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঘ) আইসিটি টুলস্ ও মোবাইল প্রযুক্তি	MoE, UGC, BOU	২০১৬	দেশব্যাপী শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ও দক্ষ লোকবল তৈরী এবং অধিক সংখ্যক জনগণকে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	ব্যবহার করে টেলিভিশনের মাধ্যমে ইনটার‍্যাকটিভ পাঠদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঙ) ইন্টারনেট রেডিওর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা। চ) একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে গতিশীল এবং স্বচ্ছ ও দক্ষ করার লক্ষ্যে বাউবি-কে automation-এর আওতায় নিয়ে আসা। ছ) উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা। জ) আইসিটি এবং এডুকেশনাল টুলস্-এর ব্যবহার, ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে বাউবি'র শিক্ষকগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ঝ) অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।			
	১.৪ প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয়ভাবে ও প্রতিটি বিভাগে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা প্রদান।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।
২. বিশ্বায়নের যুগে সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণে সমর্থ শিক্ষক তৈরির জন্য শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।	২.১ শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়ের (কলেজ শিক্ষকগণের জন্য) অধীনে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্বলিত দুইটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা জরুরী। ক) শিক্ষকগণের বেসিক আইসিটি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা। খ) শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহার করে শিক্ষাদান এবং শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির (যেমন: পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি, সাধারণ এনিমেশন তৈরি, ইন্টারনেটে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ খোঁজা ও ব্যবহার করা ইত্যাদি) উপর	MoE, UGC, NU	২০১৫ (চলমান)	শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	বিশেষ কোর্স চালু করা যা শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতিকে আরো উন্নত করতে পারে। গ) ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ঘ) ডিজিটাল ইন্সট্রাকশনাল ডিজাইনের উপর দক্ষতা অর্জনকে উৎসাহিত করা যা ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে করা যেতে পারে। ঙ) ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।			
	২.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা: ক) ডিজিটাল ইন্সট্রাকশনাল ডিজাইনের উপর বিশেষ সেমিনার/কোর্স/ওর্য়াকশপের আয়োজন করা। খ) বর্তমানে বিদ্যমান ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণসমূহের রিপোজিটরি তৈরি করা। গ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতের নিমিত্তে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।	MoE, UGC, Universities	২০১৮ (চলমান)	ডিজিটাল ইন্সট্রাকশনাল ডিজাইনে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট ও শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।
৩. শিখন-শেখানোর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো।	৩.১ ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণসমূহের গুণগত মান নিশ্চিত করা।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	শিখন-শেখানোর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে।
	৩.২ অন্যান্য দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা উপকরণ এবং কারিকুলাম বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণের মান উন্নত করা।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	শিখন-শেখানোর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে।
৪. নতুন নতুন জ্ঞান ও ধারণা সৃষ্টি এবং বিনিময়কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।	৪.১ নতুন নতুন জ্ঞান ও ধারণা সৃষ্টিতে উৎসাহিত এবং আদান-প্রদান ত্বরান্বিত করার জন্য দেশি-বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	শিক্ষণ-শিখনের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে।
	৪.২ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানার মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং তাদের চাহিদাভিত্তিক জনসম্পদ তৈরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানার মধ্যে সমন্বয় করে দেশের চাহিদা মোতাবেক কোর্স চালুর মাধ্যমে জনসম্পদ তৈরি হবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	৪.৩ শিক্ষকদের অর্জিত জ্ঞান এবং উদ্ভাবনসমূহ বিনিময়ের জন্য একটি কমন প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ Community of Practice তৈরি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	অর্জিত জ্ঞান এবং উদ্ভাবনসমূহ বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন নতুন গবেষণা ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং গবেষণায় উৎসাহ সৃষ্টি করা যাবে।
৫. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল,স্বচ্ছ ও দক্ষ করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	৫.১ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম অটোমেশন-এর আওতায় নিয়ে আসা। অর্থাৎ প্রশাসন, অর্থ ও হিসাব, পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজ, ভর্তি ও সকল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, গবেষণা, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম কম্পিউটারাইজ করা।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে।
৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম সক্রিয় ও অব্যাহত রাখা।	৬.১ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি ভিত্তিক আধুনিক সেন্টার অব এক্সিলেন্স (Centre of Excellence) স্থাপন করা।	MoE, UGC, Universities	২০১৫	শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রমে স্বীকৃত মান অর্জন করা যাবে।
	৬.২ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিদেশি র্জাণালসমূহের Online Subscription নিশ্চিত করা।	MoE, UGC, Universities	২০২০ (চলমান)	বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করা।
	৬.৩ গবেষণা কাজে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা স্থাপন করা।	MoE, UGC, Universities	২০২০ (চলমান)	বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম নিশ্চিত হবে।

৬.ছ. শিক্ষা প্রশাসন

আইসিটি ব্যবহারের লক্ষ্য : একুশ শতকের উপযোগী মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, অভিগম্যতা এবং সমতা নিশ্চিতকরণ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে সুলভে জনগণের দোরগোড়ায় শিক্ষা সেবা পৌছে দেয়া।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
১. আইসিটি ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।	১.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, অংশীদারিত্ব এবং অর্থায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ।	MoE, MoPME , MoF, MoICT	জুন, ২০১২	সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকার ফলে অবকাঠামো স্থাপনায় স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। যন্ত্রপাতি/অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় কম্যুনিটি/প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
	১.২ শিক্ষায় ব্যবহারের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী, উন্মুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নির্ভর, ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত	MoE, MoPME, MoICT	২০১২	উন্মুক্ত ও স্ট্যান্ডার্ড-নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।			পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন সহজ হবে; ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমবে।
	১.৩ তথ্যের আদান-প্রদান সহজ করার জন্য বিদ্যমান এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ইএমআইএস) সমূহের মান প্রমিতকরণ, সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়নের জন্য নীতিমালা/ স্ট্যান্ডার্ড/ ফ্রেমওয়ার্ক (Common platform, Interoperability and Standardization) প্রণয়ন করা।	MoE, MoPME, MoICT, BCC	জুন, ২০১২	এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন, সমন্বয়সাধন এবং পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান সহজ হবে। MIS উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাস পাবে।
	১.৪ গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড/ ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে Pre-primary & Primary Education MIS উন্নয়ন, পরিবর্ধন ও সমন্বয়সাধন করা।	MoPME, DPE	২০১২	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান পাওয়া সহজ হবে; পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হবে; ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে।
	১.৫ গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড/ ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে Post-primary Education MIS উন্নয়ন, পরিবর্ধন ও সমন্বয় সাধন করা।	MoE, BANBEIS, DSHE	২০১৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার পরিসংখ্যান পাওয়া সহজ হবে; পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে; ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে।
	১.৬ গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড/ ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে Non-Formal education MIS উন্নয়ন, পরিবর্ধন ও সমন্বয় সাধন করা।	MoPME, BNFE	২০১৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসংখ্যান পাওয়া সহজ হবে; পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সুবিধা হবে; ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে।
	১.৭ গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড/ ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে Higher Education MIS উন্নয়ন, পরিবর্ধন ও সমন্বয় সাধন করা।	MoE, UGC, BANBEIS	২০১২	উচ্চ শিক্ষার পরিসংখ্যান পাওয়া সহজ হবে; পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সুবিধা হবে; উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে।
	১.৮ গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড/ ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে TVET MIS উন্নয়ন, পরিবর্ধন ও সমন্বয় সাধন করা।	MoE, BANBEIS, DTE	২০১৩	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিসংখ্যান পাওয়া সহজ হবে; পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সুবিধা হবে; কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	১.৯ গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড/ ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে Madrasha Education MIS উন্নয়ন, পরিবর্ধন ও সমন্বয় সাধন করা।	MoE, BANBEIS, BMEB	২০১৩	মাদ্রাসা শিক্ষার পরিসংখ্যান পাওয়া সহজ হবে; পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সুবিধা হবে; কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে।
	১.১০ বাংলাদেশ এডুকেশন সেক্টর ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।	MoE ,MoPME	২০১৪	উচ্চ স্তরের নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে; নীতি নির্ধারণ তথ্য-নির্ভর হবে।
	১.১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উন্নত প্রযুক্তির কার্যকর অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলা যার মধ্যে থাকবে: (ক) পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (PMIS), (খ) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PMS), (গ) ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এবং (ঘ) ই-ফাইলিং সিস্টেম।	MoE, MoPME	২০১২	শিক্ষা প্রশাসনের কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা আসবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
	১.১২ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর-পরিদপ্তরসমূহে উন্নত প্রযুক্তির কার্যকর অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলা যার মধ্যে থাকবে: (ক) পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (PMIS), (খ) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PMS) এবং (গ) ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।	MoE, MoPME, DSHE, DTE, DPE, BNFE	২০১৩	শিক্ষা প্রশাসনের কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, গতিশীলতা আসবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
	১.১৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এডুকেশন ইনস্টিটিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (EIMS) প্রবর্তন করা যার মধ্যে থাকবে:	MoE, MoPME, DPE, DTE, DSHE, BMEB ,BNFE, BANBEIS, BISE, BTEB	২০১৩	উভয় মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজমেন্ট তথ্য; (খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পারফরম্যান্স অডিটিং সিস্টেম, (গ) স্ট্যান্ডার্ড স্কুল ভিজিট রিপোর্ট, (ঘ) অনলাইন রিপোর্টিং ও ফিডব্যাক সিস্টেম, (ঙ) একাডেমিক সুপারভিশন সিস্টেম; (চ) নূতন স্কুল চালু করার আবেদন, অনুমোদন এবং এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত সিস্টেম।			মনিটরিং সহজ হবে; মনিটরিঙে স্বচ্ছতা আসবে।
	১.১৪ জন্ম নিবন্ধন/ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (NPR) ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের ডাটাবেজ তৈরি করা এবং তাদের জন্য একটি করে ইউনিক শিক্ষার্থী আইডি দেয়া যা দিয়ে পরবর্তী কালে তাদের ট্র্যাক করা সম্ভব হয়।	MoPME, DPE	২০১৩	স্কুলে ভর্তি হয়নি এমন শিশু শনাক্ত করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়া প্রকৃত শিক্ষার্থীর তথ্য জানা যাবে; প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর শিক্ষার অন্যান্য স্তরেও শিক্ষার্থীদের ট্র্যাক করা সম্ভব হবে; প্রাথমিক শিক্ষার পর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা যাবে; প্রকৃত ঝরে পড়ার হার জানা যাবে।
	১.১৫ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাপ্ত আইডি দিয়ে) ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা।	MoE, DSHE, DTE, BMEB, BANBEIS, BISE, BTEB	২০১৩	প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক স্তরে যাওয়া শিক্ষার্থী ট্র্যাক করা সম্ভব হবে; ঝরে পড়ার হার ও প্রকৃতি জানা যাবে; শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।
২: শিক্ষা সংক্রান্ত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া ।	২.১ সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফরম পূরণ অনলাইনে (ইন্টারনেট, এসএমএস ও অন্যান্য মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে) করা এবং অনলাইনে সকল ফি গ্রহণ করা।	MoE, MoPME, UGC, DPE, DSHE, DTE, BTRC, BMEB, BISE, BTEB	২০১২	শিক্ষার্থীরা সহজে ভর্তি হতে পারবে এবং নিবন্ধন করতে পারবে; ভর্তি ও নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	২.২ সকল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইমেইল এবং মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা।	MoE, MoPME, UGC, DPE, DSHE, DTE, BTRC, BMEB, BISE, BTEB	চলমান	শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা সহজে যেকোনো পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারবে।
	২.৩ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীদের পেনশন প্রদান প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দ্রুত করতে অনলাইনে আবেদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ফলাফল প্রকাশ করা।	MoE, MoPME, UGC, DPE, DSHE, DTE	২০১২	শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীরা নির্দিষ্ট সময়ে পেনশন পাবে; পেনশন পেতে হয়রানি কমবে।
	২.৪ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদনপত্র সংগ্রহ, বাছাই এবং চূড়ান্ত ফলাফল অনলাইনে (মোবাইলে প্রবেশ উপযোগী) প্রকাশ করা।	MoE, MoPME	২০১২	নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত হবে; স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।
	২.৫ বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যসমৃদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় সকল দলিল, পরিকল্পনা, পুস্তক, ও ডিজিটাল কনটেন্ট সমৃদ্ধ জাতীয় শিক্ষা পোর্টাল (ব্লগ সুবিধাসহ) প্রতিষ্ঠা করা এবং নিয়মিত আপডেট ও পরিচালনা করা।	MoE, MoPME	২০১৩	বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে যে কেউ বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য ও রিসোর্স সম্পর্কে জানতে পারবে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বে পরিচিত করে তুলবে।
৩: শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।	৩.১ মন্ত্রণালয়-এর অধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড এবং অন্যান্য শিক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সঠিকভাবে ডকুমেন্ট আদান প্রদান নিশ্চিত করার জন্য মান এনকোডিং (BDS ১৫২০:২০১১) ও ডকুমেন্ট ফরম্যাট নির্ধারণ করা এবং বাস্তবায়ন করা।	MoE, MoPME, MoICT/BCC, DSHE, DPE, DTE, BNFE, BANBEIS, BMEB	২০১২	তথ্য আদান-প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ, আধুনিক ও আইসিটি নির্ভর হবে। দপ্তরসমূহের মধ্যে ডকুমেন্ট আদান-প্রদান সহজতর হবে।
	৩.২ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ডিভাইসে ব্যবহারের উপযোগী ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি, হোস্টিং ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা।	MoE, MoPME DSHE, DPE, DTE, BISE, BMEB, BTEB	২০১২	ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে সহজে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইট তৈরি ও ম্যানেজ করতে পারবে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল ওয়েবসাইটের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে; ওয়েবসাইট তৈরি ও ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাস পাবে।

উদ্দেশ্য	করণীয়	দায়িত্ব	সময়সীমা	প্রত্যাশিত ফল
	৩.৩ গৃহীত ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি ও নিয়মিত হালনাগাদ করা।	MoE, MoPME DSHE, DPE, DTE, BMEB, BISE	২০১২	সহজে ব্যবহারযোগ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় তথ্য জানা যাবে।
	৩.৪ তথ্য আদান-প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রশাসনিক দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযুক্তি (কম্পিউটার ও ডাটা নেটওয়ার্ক, দ্রুতগতির ইন্টারনেট) সুলভে প্রদান করা।	MoE, MoPME, BTRC, MoICT, MoPT	২০১৩	প্রশাসনিক কাজের সকল ক্ষেত্রে আইসিটির অগ্রগতি সাধিত হবে এবং জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সকল তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
	৩.৫ শারীরিকভাবে অক্ষম এবং বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় রেখে সাশ্রয়ী বাংলা টেক্সট প্রসেসিং টুলস (text to speech, screen reader, etc) এবং মুদ্রিত বিষয় হতে অডিও তৈরির সফটওয়্যার উন্নয়ন/আত্মীকরণ করা।	MoE, MoPME, MoICT	২০১৫	প্রতিবন্ধী ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা গ্রহণ সহজতর হবে।
	৩.৬ পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের ব্যবহার চালু করা।	MoE, MoPME, MoICT	২০১৬	সফটওয়্যার পাইরেসি দূর হবে এবং সকল পর্যায়ে উন্নত মেধাকর্মী পাওয়া যাবে।
	৩.৭ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে যথেষ্ট সংখ্যক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বইপত্র সরবরাহ করা।	MoE, MoPME	২০১২	আইসিটি জ্ঞানভান্ডারে সকল শিক্ষার্থী প্রবেশের সুযোগ পাবে।
	৩.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইব্রেরিসমূহকে পর্যায়ক্রমে অনলাইন ক্যাটালগ ও ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তর করা।	MoE, MoPME	২০১৫	জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ সহজ হবে; এক প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা গবেষণা কাজে সহায়ক হবে।
	৩.৯ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল তথ্য নিরাপদভাবে সংরক্ষণের জন্য এডুকেশন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা।	MoE, MoPME, BCC, BANBEIS	২০১৪	শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ইং-শিম/আইসিটি সেল-৮০/২০০২/২৪৯ তারিখঃ১৬/১১/২০০৯ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্লান) প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হল:

	সভাপতি
(১)	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	সদস্যবৃন্দ
(২)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(৩)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
(৪)	সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
(৫)	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
(৬)	ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সি এসই বিভাগ, শাহজালাল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
(৭)	ড. আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সভাপতি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র
(৮)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(৯)	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(১০)	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
(১১)	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
(১২)	মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
(১৩)	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
(১৪)	চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা বোর্ড
(১৫)	প্রতিনিধি, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(১৬)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
(১৭)	পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
(১৮)	সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
(১৯)	সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সদস্য সচিব

২। কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

(খ) মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে কমিটি সকল স্তরের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে অবহিত ও সম্পৃক্তকরণ, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারসহ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

(গ) উপরোক্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক ওয়ার্কিং কমিটি গঠনসহ তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করতে পারবে।

(ঘ) ওয়ার্কিং কমিটিসমূহে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিকে রাখা যেতে পারে। ওয়ার্কিং কমিটি তাদের প্রণীত পরিকল্পনাসমূহের খসড়া মূল কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। মূল কমিটি ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করবে।

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

- ইউনেস্কো, বাংলাদেশ মাস্টার প্লান প্রণয়নে কমিটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত/
১৬.১১.২০০৯
(রাজিয়া বেগম এনডিসি)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
ফোন -৭১৬৬২৬১

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা-১ (প্রশাসন ও সংস্থাপন)

www.modeu.gov.bd

নং-শিম/প্রশা-/৮-৫/২০১০/৫৮৮

তারিখ: ২১ বৈশাখ ১৪১৭
০৪ মে ২০১০

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ICT in Education Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে উচ্চতর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নরূপে গঠন করা হলো:

১.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	সভাপতি
২.	প্রফেসর আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, সভাপতি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র	সদস্য
৩.	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	উপাচার্য, বুয়েট	সদস্য
৫.	উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭.	উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮.	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯.	উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, বিজ্ঞান এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি	সদস্য
১৬.	জনাব মো. মোখলেছুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

- মাধ্যমিক স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি এমন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদানের জন্য করণীয় নির্ধারণ;
- উচ্চতর শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ এবং সেসব বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন। এটি করতে গিয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করা যেতে পারে এবং উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণে তাদের ভূমিকা বিষয়ে সুপারিশ করা যেতে পারে;
- গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার সহায়ক উপকরণ ও দলিলাদি সমন্বয়ে জাতীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- শিক্ষা প্রদানে এবং শিখন সহায়ক হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তিকে শিক্ষাদানের সাথে সমন্বয় বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা (বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা) উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং
- অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ।
- কমিটি প্রয়োজনে যে কোন উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

- এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মইনউদ্দিন আহমদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬১১৩০

পরিশিষ্ট-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা-১ (প্রশাসন ও সংস্থাপন)

নং-শিম/প্রশা-/৮-৫/২০১০/৫৪৫

তারিখঃ ১৩ বৈশাখ ১৪১৭
২৬ এপ্রিল ২০১০

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ICT in Education Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদরাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলোঃ

১.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	চেয়ারম্যান, এনসিটিবি	সদস্য
৯.	চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
১২.	মহাপরিচালক, নায়েম	সদস্য
১৩.	পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৮.	পলিসি এডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৯.	প্রতিনিধি, ইউনেস্কো	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি, ILO	সদস্য
২১.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস	সদস্য
২২.	সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধিঃ

- মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদরাসা শিক্ষার মান বাড়াতে তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক কর্মোপযোগী কোন কোন দক্ষতা প্রদান করা দরকার তা নির্ধারণ এবং তার জন্য শিক্ষাক্রম নির্ধারণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
- মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদরাসা শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে শিখন ও শিক্ষণ মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা;
- মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ;
- প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং
- অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ।
- কমিটি প্রয়োজনে যে কোন উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।
- এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত

(মইনউদ্দিন আহমদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ফোনঃ ৭১৬১১৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন ও সংস্থাপন)

নং-শিম/প্রশা-/৮-৫/২০১০/৫৪৬

তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪১৭
২৬ এপ্রিল ২০১০

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ICT in Education Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসনে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও ই-সার্ভিস প্রদান বিষয়ক একটি ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো:

১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, ব্যানবেইস	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, ইউনেস্কো	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, Association of Mobile Telecom Operations in Bangladesh (AMTOB)	সদস্য
১৬.	সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য

কমিটির কর্মপরিধি:

- সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী মান ডকুমেন্ট ফরম্যাট নির্ধারণ;
- কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য মান এনকোডিং নির্ধারণ যাতে সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই এনকোডিং ও ডকুমেন্ট ফরম্যাট ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে;
- মন্ত্রণালয় হতে অন্যান্য স্তরে (বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করা এবং সেই ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও আইনগত পরিবর্তন শনাক্তকরণ ও সুপারিশ প্রণয়ন;
- শিক্ষা উপকরণ (পাঠ্যবই, সিলেবাস) এর মানোন্নয়ন ও এগুলিকে সহজলভ্য করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- সরকারের বিভিন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
- প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং
- অন্যান্য সংশিষ্ট কাজ।
- কমিটি প্রয়োজনে যে কোন উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।
- এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত

(মইনউদ্দিন আহমদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ফোনঃ ৭১৬১১৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-১
www.mopme.gov.bd

নম্বর-প্রগম/প্রশা-১/১৫(২)-আইসিটি/২০১০-৩০৯

তারিখঃ ২২ বৈশাখ ১৪১৭
৫ মে ২০১০

প্রজ্ঞাপন

ICT in Education Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাক-শৈশবকালীন শিশু বিকাশ শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক একটি ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো:

১.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, ইউনিসেফ	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, ইউনেস্কো	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, ILO	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, CAMPE	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি	সদস্য
১৭.	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

- প্রাক-শৈশবকালীন শিশুবিকাশ শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (বয়স্ক সাক্ষরতাসহ) এবং প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- শিখন ও শিক্ষণ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং
- প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত

(মোঃ যাহিদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৬৪৬
sasdmnl@mopme.gov.bd

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

সুত্র নং/ ইউজিসি/আইসিটি ইউনিট/০১/২০১০/ICT in Education Master Plan Committee/ ১০০৫৭ তারিখ: ১০/১০/২০১০ ইং

অফিস আদেশ

বিষয়: ICT in Education Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ে গঠিত সাব-কমিটি।

ICT in Education Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ে গঠিত কমিটির গত ২৯-০৭-২০১০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সাব কমিটি গঠন করা হলো।

১.	প্রফেসর ড. সুরাইয়া পারভীন চেয়ারম্যান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	আহ্বায়ক
২.	অধ্যাপক ড. কে. এম. রেজানুর রহমান ডীন, স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৩.	অধ্যাপক ড. শাহজাহান তপন ইউনেস্কো ঢাকা অফিস, ঢাকা	সদস্য
৪.	ড. মোঃ লিয়াকত আলী সহযোগী অধ্যাপক, IICT, BUET	সদস্য
৫.	খন্দকার হামিদুর রহমান সহকারী অধ্যাপক, টি. আই. ডি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	সদস্য সচিব

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে

(খন্দকার হামিদুর রহমান)
টিআইডি, বিমক।

বিতরণ:

১. প্রফেসর ড. সুরাইয়া পারভীন, চেয়ারম্যান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. অধ্যাপক ড. কে. এম. রেজানুর রহমান, ডীন, স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. অধ্যাপক ড. শাহজাহান তপন, ইউনেস্কো ঢাকা অফিস, বাড়ি নং-১২২, রোড নং-০১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা
৪. ড. মোঃ লিয়াকত আলী, সহযোগী অধ্যাপক, IICT, BUET
৫. খন্দকার হামিদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, টি. আই. ডি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

সদয় অবগতির ও কার্যার্থে অনুলিপি:

১. চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও আহ্বায়ক, ICT in Education Master Plan Committee, ঢাকা
২. জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সদস্য সচিব, ICT in Education Master Plan Committee
৩. নথি
৪. মহানথি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
www.moedu.gov.bd

নং-শিম/আইসিটিসেল/ মাস্টার প্লান/ সেকেন্ডারী-১৫১/২০১০/২৭৬

তারিখ: ৫ ফাল্গুন, ১৪১৭ বাংলা
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

ICT in Education Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক অংশের খসড়া তৈরির জন্য নিম্নরূপ সাব-কমিটি গঠন করা হলোঃ

১.	যুগ্ম সচিব (অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৩.	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাউশি অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	সদস্য, কারিকুলাম, এনসিটিবি	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক (সিস্টেমস), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
৭.	জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম	সদস্য
৮.	সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) কমিটির আগামী এক মাসের মধ্যে মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ে মাস্টার প্লানের চূড়ান্ত খসড়া শিক্ষা সচিব মহোদয়ের নিকট দাখিল করবে;
(খ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

- এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

মোঃ মোফাখখারুল ইসলাম)
সিস্টেম এনালিস্ট
ফোনঃ-৭১৬২৬৫৩
ই-মেইলঃ sa@moedu.gov.bd

বিতরণঃ
১. যুগ্ম সচিব (অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২. চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বক্সীবাজার, ঢাকা।
৩. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাউশি অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সদস্য, কারিকুলাম, এনসিটিবি, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. উপ-পরিচালক (সিস্টেমস), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, ঢাকা।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি চালুকরণ উপ-কমিটি

ক)	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
খ)	ইউনেস্কো প্রতিনিধি	সদস্য
গ)	জনাব এ রফিক, ইউনেস্কো	সদস্য
ঘ)	পরিচালক (পলিসি এণ্ড অপারেশন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
ঙ)	প্রোগ্রামার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
চ)	উপ-সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি চালুকরণ উপ-কমিটি

ক)	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
খ)	ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপ-সচিব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
গ)	জনাব বোরহান উদ্দিন, ইউনেস্কো	সদস্য
ঘ)	জনাব মিজানুর রহমান, CAMPE	সদস্য
ঙ)	সিস্টেম এনালিস্ট, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	সদস্য
চ)	উপ-সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

উপ-কমিটিসমূহ ৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ এর মধ্যে ন্যূনতম ৩টি সভার মাধ্যমে আইসিটি চালুর বিষয়ে বিস্তারিত সুপাশিরমালা প্রস্তুত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাক-শৈশবকালীন শিশু বিকাশ শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতির নিকট দাখিল করবে।